সূরা নং ১৫ আল-হিজর اَلْحِجْر রুকুঃ ৬ আয়াতঃ ৯৯ মাক্কী

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

নামকরণ

৮০ আয়াত وَلَقَدْ كَذَّبَ **اَصْحٰبُ الْحِجْرِ** الْمُرْسَلِيْنَۙ এর আল হিজর শব্দটি থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

হিজর শব্দের অর্থ পাথুরে পাহাড়। হিজর ছিল সামূদ জাতির একটি এলাকা, যেখানে তারা পাহাড় কেটে ঘর বানাত এবং নিজেদের শক্তি নিয়ে গর্ব করত। মদিনা থেকে শাম ও সিরিয়া যেতে যে রাস্তা সেখানে কওমে সামূদ জাতির স্থান হিজর আছে।আরবের আল-হিজর স্থানটি মাদাইন সালেহ বা হেগ্রা নামেও পরিচিত। এটি সৌদি আরবের মদিনা প্রদেশের সৌদি আরবের উত্তর-পশ্চিমে হেজাজ অঞ্চলে আল-উলা গভর্নরেটে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্থান।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, এ সূরাটি সূরা ইবরাহীমের সমসময়ে মক্কায় নাযিল হয়। এ পটভূমিতে দু'টি জিনিস পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

এক, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। যে জাতিকে তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের অবিরাম হঠকারিতা, বিদ্রূপ, বিরোধিতা, সংঘাত ও জুলুম-নিপীড়ন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এরপর বুঝাবার সুযোগ কমে এসেছে এবং তার পরিবর্তে সতর্ক করা ও ভয় দেখাবার পরিবেশই বেশী সৃষ্টি হয়েছে।

দুই, নিজের জাতির কুফরী, স্থবিরতা ও বিরোধিতার পাহাড় ভাংতে ভাংতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। মানসিক দিক দিয়ে তিনি বারবার হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। তা দেখে আল্লাহ তাঁকে সান্তনা দিচ্ছেন এবং তাঁর মনে সাহস যোগাচ্ছেন।তিনি জানান, আগের নবীদেরও অস্বীকার করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্য বিজয়ী হয়েছে। এই সূরার বিখ্যাত আয়াতে আল্লাহ বলেন, তিনি নিজেই কুরআন নাজিল করেছেন এবং তিনিই এর হেফাজত করবেন।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

এই দু'টি বিষয়বস্তুই এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত যারা অস্বীকার করছিল, যারা তাঁকে বিদ্রূপ করছিল এবং তাঁর কাজে নানা প্রকার বাধার সৃষ্টি করে চলছিল, তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্তনা ও সাহস যোগানো হয়েছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, বুঝাবার ও উপদেশ দেবার ভাবধারা নেই। কুরআনে আল্লাহ শুধুমাত্র সতর্কবাণী উচ্চারণ বা নির্ভেজাল ভীতি প্রদর্শনের পথ অবলম্বন করেননি। কঠোরতম হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন এবং তিরস্কার ও নিন্দাবাদের মধ্যেও তিনি

বুঝাবার ও নসীহত করার ক্ষেত্রে কোন কমতি রাখেননি। এজন্যই এ সূরায়ও একদিকে তাওহীদের যুক্তি-প্রমাণের প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং অন্যদিকে আদম ও ইবলীসের কাহিনী শুনিয়ে উপদেশ দানের কার্যও সমাধা করা হয়েছে।

এই সূরায় মুশরিকদের অস্বীকার, কুরআনের সত্যতা, নবী-রাসুলদের প্রতি বিরোধিতা, ইবলিসের অহংকার, আদম (আ.)-এর সৃষ্টি এবং পূর্ববর্তী জাতির পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। সূরাটি শুধু ইতিহাস বলে না; বরং মানুষকে বুঝায়, অহংকার, অবাধ্যতা ও সত্য অস্বীকারের শেষ ফল খুব ভয়াবহ। একই সঙ্গে মুমিনকে ধৈর্য, তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর কিতাবের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস শেখায়।

এই সূরায় আদম (আ.)-এর সম্মান, ফেরেশতাদের সিজদা, ইবলিসের অবাধ্যতা এবং জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা এসেছে। এর মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে, আসল ক্ষতি শুরু হয় অহংকার থেকে। ইবলিস জ্ঞানহীন ছিল না, কিন্তু সে আল্লাহর আদেশের সামনে নিজেকে বড় ভাবল। তাই সূরাটি আমাদের শেখায়, ইলম থাকলেই যথেষ্ট নয়; বিনয়, আনুগত্য ও আন্তরিক আমল দরকার।

আসহাবুল হিজর থেকে শিক্ষা: শক্তি নয়, আনুগত্যই নিরাপত্তা

আসহাবুল হিজর বা হিজরের অধিবাসীরা দুনিয়াবি শক্তি, নির্মাণশক্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে গর্ব করত। তারা পাহাড় কেটে মজবুত ঘর বানাত। বাহ্যিকভাবে তারা খুব শক্তিশালী মনে হতো। কিন্তু তারা আল্লাহর রাসুলদের কথা মানেনি। ফলে তাদের ঘর, শক্তি ও পরিকল্পনা কোনো কিছুই আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারেনি।

এই ঘটনা আজও খুব প্রাসঙ্গিক। মানুষ প্রযুক্তি, টাকা, বাড়ি, পদ বা ক্ষমতা নিয়ে নিরাপদ ভাবতে পারে। কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যতা থাকলে এগুলো কোনো স্থায়ী নিরাপত্তা দেয় না। সূরা আল হিজর আমাদের শেখায়, আসল নিরাপত্তা বড় বাড়িতে নয়; বরং ঈমান, তাওবা, সৎ আমল এবং আল্লাহর আদেশ মানার মধ্যে।

সূরা আল হিজর থেকে দৈনন্দিন জীবনের আমলযোগ্য শিক্ষা

সূরা আল হিজর শুধু তিলাওয়াতের সূরা নয়; এটি জীবনের জন্য একটি সতর্কতা ও সান্ত্বনা।

প্রথম শিক্ষা হলো, কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে হবে। প্রতিদিন অল্প হলেও পড়া, অর্থ দেখা এবং একটি শিক্ষা জীবনে নেওয়া ভালো।

দ্বিতীয় শিক্ষা হলো, বিদ্রূপ বা কষ্টের সময় ধৈর্য ধরতে হবে। রাসুল ﷺ-কে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তবু তিনি দাওয়াত ছাড়েননি।

তৃতীয় শিক্ষা হলো, শয়তানের অহংকার থেকে বাঁচা। নিজের ইবাদত, জ্ঞান বা ভালো কাজ নিয়ে গর্ব করা বিপজ্জনক।

চতুর্থ শিক্ষা হলো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া। সূরায় জান্নাত ও রহমতের দরজার কথাও এসেছে। তাই ভয় ও আশা—দুটিই মুমিনের জীবনে থাকতে হবে। এভাবেই সূরার বার্তা শুধু পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, আমলে পরিণত হয়। তথ্য সূত্রঃ তাফহিমুল কুর'আন, ইবন কাসীর, আই হাদিস ডট কম.